অংশ ১

অস্ত্রোপচারের পূর্বে রোগীর জন্য নির্দেশাবলী

প্রি-অ্যানেস্থেটিক চেক-আপ (PAC)

প্রয়োজনীয় ও ঐচ্ছিক পরীক্ষার তালিকা

CBC, প্রস্রাব পরীক্ষা, সম্পূর্ণ জমাট বাঁধা প্রোফাইল (BT, CT, PT, aPTT), S. Creatinine, BSL—R (F এবং PP যদি ডায়াবেটিস জানা থাকে), ভাইরাস মার্কারস (HIV, HCV, HbSAg), ECG (প্রয়োজনে 2D ইকো), বুকের এক্স-রে, হার্নিয়ার স্থান/পেটের অভ্যন্তরীণ চর্বির পুরুত্বের জন্য অ্যাবডোমেনের USG

প্রয়োজন হলে কার্ডিওলজিস্ট/বক্ষ চিকিৎসকের মতামত

অ্যানেস্থেটিস্টের কাছ থেকে সার্জারির জন্য ফিটনেস — জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া/হাই এপিডিউরাল-এ ঝুঁকির ব্যাখ্যা সহ

প্রি-অপ প্রোটোকল

1. অপারেশনের অন্তত ২ সপ্তাহ আগে যে ওষুধগুলো বন্ধ করতে হবে — রসুন, ব্যথানাশক, রক্ত পাতলা করার ওষুধ, গ্রিন টি, সব ধরনের হার্বাল ওষুধ ও সাপ্লিমেন্ট
2. ধূমপান ও অ্যালকোহল নিষেধাজ্ঞা — অপারেশনের আগে ৩ সপ্তাহ ধূমপান নয়
3. ৮ ঘন্টা উপবাস (মুখে কিছু না দেওয়া)
4. সকালের রুটিন ওষুধ:
    a. খেতে হবে — রক্তচাপের ওষুধ
    b. বাদ দিতে হবে — একই দিনের ডায়াবেটিসের ওষুধ
    c. রক্ত পাতলা করার ওষুধ ৪ দিন আগে বন্ধ — কার্ডিওলজিস্টের অনুমতি নিয়ে

হাসপাতালে রিপোর্ট করবেন — ঠিকানা _____ সময় _____
তারিখ _____
কোনো প্রশ্ন থাকলে যোগাযোগ: ফোন নম্বর: _____

ফটোগ্রাফি সম্মতি ও প্রোটোকল

আমরা নথিভুক্তকরণ, শেখা ও গবেষণার জন্য ছবি তুলব। সবসময় কঠোর গোপনীয়তা বজায় থাকবে।

অপারেশন থিয়েটারে পুরুষ/মহিলা সহকারী উপস্থিতি — পুরুষ সহকারী থাকবেন।

অ্যানেস্থেশিয়ার ধরণ ও বিকল্পসমূহ

সাধারণত জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া বা হাই এপিডিউরালে করা হয়, অ্যানেস্থেটিস্ট বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

রোগীর নিজস্ব চিকিৎসা পরিস্থিতি সম্পর্কে ঘোষণা

অনুগ্রহ করে স্বঘোষণা ফর্ম পূরণ করুন।

অংশ প্রস্তুতি — পাবিক ও পেটের চুল ঘন কেটে দেওয়া হবে।

রোগীর তথ্যপত্র

এটি একটি সচেতন সম্মতি নথি।

এটি অ্যাবডোমিনোপ্লাস্টি (টামি টাক)-এর ঝুঁকি ও বিকল্প ব্যাখ্যা করে।

আপনার সার্জনের কাছে যেকোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।

অ্যাবডোমিনোপ্লাস্টি/টামি টাক সার্জারি কী?

অতিরিক্ত ত্বক, দাগ, স্ট্রেচ মার্ক ও চর্বি অপসারণের জন্য পেটের একটি অপারেশন, এবং কখনো কখনো পেটের পেশি টানটান করা হয়।

বিকল্প চিকিৎসা কী?

ওজন কমানো ও ব্যায়াম সাহায্য করতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে লিপোসাকশনও করা যায়, একা বা টামি টাকের সাথে। শুধু লিপোসাকশন করলে ঢিলেঢালা ত্বক থাকতে পারে।

প্রধান ঝুঁকি ও জটিলতা

সব সার্জারির মতো এরও ঝুঁকি আছে। ঝুঁকি কম হলেও তা বোঝা জরুরি। প্রতিটি ঝুঁকি আপনার প্লাস্টিক সার্জনের সাথে আলোচনা করুন।

সাধারণ পরবর্তী প্রভাব ও জটিলতা

- **ত্বকের অনিয়মিতা —** অপারেশনের পরে ছোট গাঁট বা অনিয়মিতা হতে পারে, ২–৩ মাসে ঠিক হয়।
- **দাগ —** প্রথমে লাল, পরে বেগুনি, তারপর ফিকে। বড়, মোটা, লাল বা বেদনাদায়ক হতে পারে, তখন সংশোধনী সার্জারি লাগতে পারে।
- **সোয়েলিং, নীলচে দাগ ও ব্যথা —** সময় নিতে পারে ঠিক হতে।
- **অনুভূতি বাড়া বা কমা —** নিচের পেটে স্নায়ুর পুনরুদ্ধারের সময় পরিবর্তন হতে পারে।
- **সময়ের সাথে পরিবর্তন —** বয়স বা ওজন পরিবর্তনের কারণে চেহারা বদলাতে পারে।

অস্বাভাবিক জটিলতা

- **রক্তক্ষরণ —** বিরল কিন্তু সম্ভব, রক্ত সঞ্চালন বা দ্বিতীয় সার্জারি লাগতে পারে।

- **সেরোমা** — পেটে তরল জমা হতে পারে, ড্রেন বা সূঁচ দিয়ে বের করতে হতে পারে।
- **সংক্রমণ** — অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন হতে পারে।
- **সেরে ওঠার সমস্যা** — ক্ষত দেরিতে সারে বা খুলে যেতে পারে। ধূমপায়ীদের ঝুঁকি বেশি।
- **এক্সট্রুশন** — গভীর সেলাই ত্বক ভেদ করে বেরিয়ে আসা।
- **অসামঞ্জস্য** — দাগ পুরোপুরি সমান নাও হতে পারে, ফোলাভাব থাকতে পারে, নাভি কিছুটা একপাশে সরে যেতে পারে।

অত্যন্ত বিরল জটিলতা

- **গভীর গঠন ক্ষতি** — স্নায়ু, রক্তনালী, পেশি বা অন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- **রক্ত সরবরাহ হারানো** — ত্বক, চর্বি বা নাভির কিছু অংশ মারা যেতে পারে, পুনঃঅপারেশন প্রয়োজন হতে পারে।
- **ভবিষ্যতের সার্জারির জন্য ত্বক/টিস্যুর ক্ষতি** — স্তন পুনর্গঠনে এই টিস্যু ব্যবহার করা যাবে না।
- **শ্বাসকষ্ট** — পেটের পেশি টানার পরে কয়েকদিন শ্বাস প্রশ্বাসে সহায়তা লাগতে পারে।

অসন্তোষজনক ফলাফল — চেহারা বা অনুভূতিতে অসন্তুষ্টি হতে পারে, তাই অপারেশনের আগে প্রত্যাশা নিয়ে আলোচনা জরুরি।

অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়া — বিরল, কিন্তু টেপ, সেলাই বা সলিউশনে অ্যালার্জি হতে পারে।

হার্নিয়া পুনরাবৃত্তি — মেশ ছাড়া মেরামত করা হার্নিয়া পুনরায় হতে পারে।

অ্যানেস্থেশিয়ার ঝুঁকি — অনুগ্রহ করে অ্যানেস্থেশিয়া শীট দেখুন।

অপারেশনের পরের পরামর্শ

- অ্যান্টিবায়োটিক
- ব্যথানাশক
- অন্যান্য ওষুধ — স্টুল সফটনারসহ
- পূর্বের রোগের ওষুধ

অন্যান্য নির্দেশনা

1. ৬–৮ সপ্তাহ চাপের পোশাক পরতে হবে
2. গোসলের সময় বা অস্বস্তি হলে খুলতে পারবেন ১–২ ঘন্টার জন্য
3. প্রতিদিন ২–৩ লিটার তরল খাবেন
4. মিষ্টি ও ভাজা খাবার এড়াবেন

5. তৃতীয় দিন থেকে গোসল করতে পারবেন
6. তৃতীয়–পঞ্চম দিনে হাসপাতালে আসবেন
7. ঝুঁকে কাজ, ভারী ওজন তোলা, কষ্টকর কাজ এড়াবেন
8. ধীরে ধীরে শারীরিক কার্যকলাপ বাড়াবেন
9. ব্যথা ও অস্বস্তি থাকবে, বাথরুমে মাথা ঘোরা লাগতে পারে
10. ২ মাস জোরে মালিশ এড়াবেন
11. দ্বিতীয় সপ্তাহে হালকা কাজে ফিরতে পারবেন
12. প্রত্যাশিত ফলো-আপ — প্রথম ২ সপ্তাহে ২–৩ বার, তারপর ১ মাস, তারপর ৩ মাস অন্তর ১ বছর পর্যন্ত

প্রক্রিয়ার আনুমানিক খরচ ও অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার

রোগীর ইচ্ছা পূরণ না হওয়ার ক্ষেত্রের ঘোষণা

(রোগী প্রত্যাশিত ফলাফল লিখবেন, সার্জন বলবেন কোনটি সম্ভব, কোনটি নয়)

রোগীর স্বাক্ষর
চিকিৎসকের স্বাক্ষর
নিকটাত্মীয়/সাক্ষীর স্বাক্ষর